অনুবিভাগ-৮: এশিয়া, জেইসি ও এফ এন্ড এফ

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের এশিয়া, জেইসি ও এফ এন্ড এফ অনুবিভাগ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে এশিয়া মহাদেশের জাপান ও মধ্যপ্রাচ্য ব্যতীত বিভিন্ন দেশ বিশেষত দুরপ্রাচ্য, দক্ষিণ-এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ওশেনিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ব্যতীত অন্যান্য সংস্থার সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। ০৬ (ছয়)টি অধিশাখা ও ০২ (দুই)টি শাখা নিয়ে গঠিত এশিয়া, জেইসি ও এফ এন্ড এফ অনুবিভাগ (উইং-৮) বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সামাজিক খাতে বিভিন্ন উন্নয়মূলক কর্মকান্ডের পৃষ্ঠপোষকতা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখার মাধ্যমে এ অনুবিভাগ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অব্যাহতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন এশীয় দেশ ও সংস্থার ঋণ ও অনুদান সহায়তা এবং কারিগরি সহায়তা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ, উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তাপুষ্ট চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি ও স্বল্প মেয়াদী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স সংক্রান্ত কার্যাবলী বাস্তবায়নের পাশাপাশি এশিয়া মহাদেশের ১১ (এগার)টি দেশের সাথে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন আয়োজনসহ এসব কমিশনের বিভিন্ন বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারক করা এ অনুবিভাগের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ASEAN ভূক্ত দেশসমূহ বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অন্যতম শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সেক্ষেত্রে এসব দেশের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত এশিয়া, জেইসি ও এফ এন্ড এফ অনুবিভাগের গুরুত্ব উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাবে।

বর্তমানে এ অনুবিভাগের মাধ্যমে যেসব দেশ ও সংস্থার সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করা হয়ে থাকে তাদের মধ্যে ভারত, চীন, দক্ষিণ-কোরিয়া, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (এসডিএফ) প্রনিধানযোগ্য। এছাড়া ভারত, দক্ষিণ-কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, চীনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি ও স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণে কর্মকর্তা মনোনয়ন এ অনুবিভাগের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

এশিয়া, জেইসি ও এফ এন্ড এফ অনুবিভাগ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী:

২,১ ভারত

বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের মধ্যে ভারত অন্যতম। বাংলাদেশের সাথে ভারতের বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি থাকা সত্বেও নিকটতম প্রতেবেশী দেশ দু'টি, সাম্প্রতিক সময়ে দু'দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যাপক গুরুত্বারোপ করেছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত সফরকালে বন্ধুপ্রতীম দু'টি দেশের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করে। এ সফরকালে দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বিভিন্ন খাতে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি যৌথ ইশতেহার স্বাক্ষরিত হয়। এসব খাতের মধ্যে বাংলাদেশের সড়ক ও রেল পরিবহণের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর স্থাপনে বাংলাদেশকে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নমনীয় ঋণ প্রদান অন্যতম। জুন/২০১৫ সময়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের মধ্য দিয়ে দু'দেশের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবর্গের পর্যায়ক্রমিক সফর দু'দেশের সম্পর্কোন্নয়নে নতুন মাত্রা যোগ করে। অতীতের ধারাবাহিকতায় এ সফরে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে নতুনভাবে ২ বিলিয়ন মা: ডলার নমনীয় ঋণ প্রদানের ঘোষণা করেন। এ ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের সাথে একটি সমঝোতা স্মারকও স্বাক্ষর করে। এ সমঝোতা স্মারকের আলোকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও ভারতীয় এক্সিম ব্যাংকের মধ্যে ২ বিলিয়ন মা: ডলার ভারতীয় নমনীয় ঋণের জন্য ০৯ মার্চ, ২০১৬ তারিখে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২.১.১ ডলার ক্রেডিট লাইন এগ্রিমেন্ট-২০১০

২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত যৌথ ইশতেহারের আলোকে ২০১০ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ সরকার ও ভারতীয় এক্সিম ব্যাংকের মধ্যে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের "ডলার ক্রেডিট লাইন এগ্রিমেন্ট"

স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ভারত সরকার এ ঋণ হতে ২০০ মি: মা: ড: অনুদান হিসেবে ঘোষণা করে। অপরদিকে এ ঋণের আওতায় ইতোমধ্যে গৃহীত কতিপয় প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত সরকারের নিকট হতে অতিরিক্ত প্রকল্প সহায়তা হিসেবে ৬২ মি: মা: ডলার ঋণ পাওয়া যায়। ফলে ২০১০ সালে স্বাক্ষরিত "ডলার ক্রেডিট লাইন এগ্রিমেন্ট" এর আওতায় বর্তমানে ভারতীয় নমনীয় ঋণের পরিমাণ ৮৬২ মি: মা: ডলার। এ ঋণের আওতায় বাংলাদেশ সরকার পরিবহণ, নদী ব্যবস্থাপনা ও শিল্প খাতে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

২.১.২ ডলার ক্রেডিট লাইন এগ্রিমেন্ট-২০১৫

জুন/২০১৫ সময়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো খাতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২ বিলিয়ন মা: ডলার ভারতীয় নমনীয় ঋণের জন্য বাংলাদেশ ও ভারতে মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও ভারতীয় এক্সিম ব্যাংকের মধ্যে ২ বিলিয়ন মা: ডলার ভারতীয় নমনীয় ঋণের জন্য গত ০৯ মার্চ, ২০১৬ তারিখে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ ঋণে বাস্তবায়নের জন্য সড়ক পরিবহন, রেল যোগাযোগ, নৌ-পরিবহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ও বিদ্যুৎ খাতে বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

২.১.৩ ৩য় ভারতীয় ঋণ চুক্তি

এপ্রিল/২০১৭ মাসে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক খাতে ভৌত-অবকাঠামো সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারকে নতুনভাবে ৪.৫ বিলিয়ন মা: ডলার নমনীয় ঋণ প্রদানের নিমিত্ত ০৮ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে এ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। মূল ঋণচুক্তিটি শীঘ্রই স্বাক্ষরিত হবে।

২.১.৪ স্বল্পমেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক খাতে স্বল্প মেয়াদ ও ব্যয়ের কতিপয় প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সমঝোতা স্মারকের আলোকে ভারত বাংলাদেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বেকার শ্রেণীর কর্ম সংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ প্রভৃতি খাতে সর্বোচ্চ ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিটি প্রকল্পে অনুদান প্রদান করবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা এসব প্রকল্প গ্রহণ করবে এবং প্রকল্প দ্রুত সমাপ্তির লক্ষ্যে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকিসহ স্থানীয়ভাবেই এসব প্রকল্পের অর্থায়ন করবে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিটি অর্থবছরে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রকল্পে অর্থায়নের প্রস্তাব ইআরডি'তে পাঠাবে এবং বাংলাদেশ সরকার এর আলোকে প্রকল্প প্রস্তাব ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে। প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে পরবর্তীতে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মধ্যে আলাদা আলাদা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক খাতে গুরুত্বপূর্ণ অথচ স্বল্প মেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্পগুলি ভারতীয় অনুদান সহায়তায় অত্যন্ত দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় রাজশাহী, খুলনা ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ৩টি পৃথক প্রকল্পে ৫৮.২৪ কোটি টাকা অনুদান সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মতি জানিয়েছে এবং এ ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভারত সরকারের সাথে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

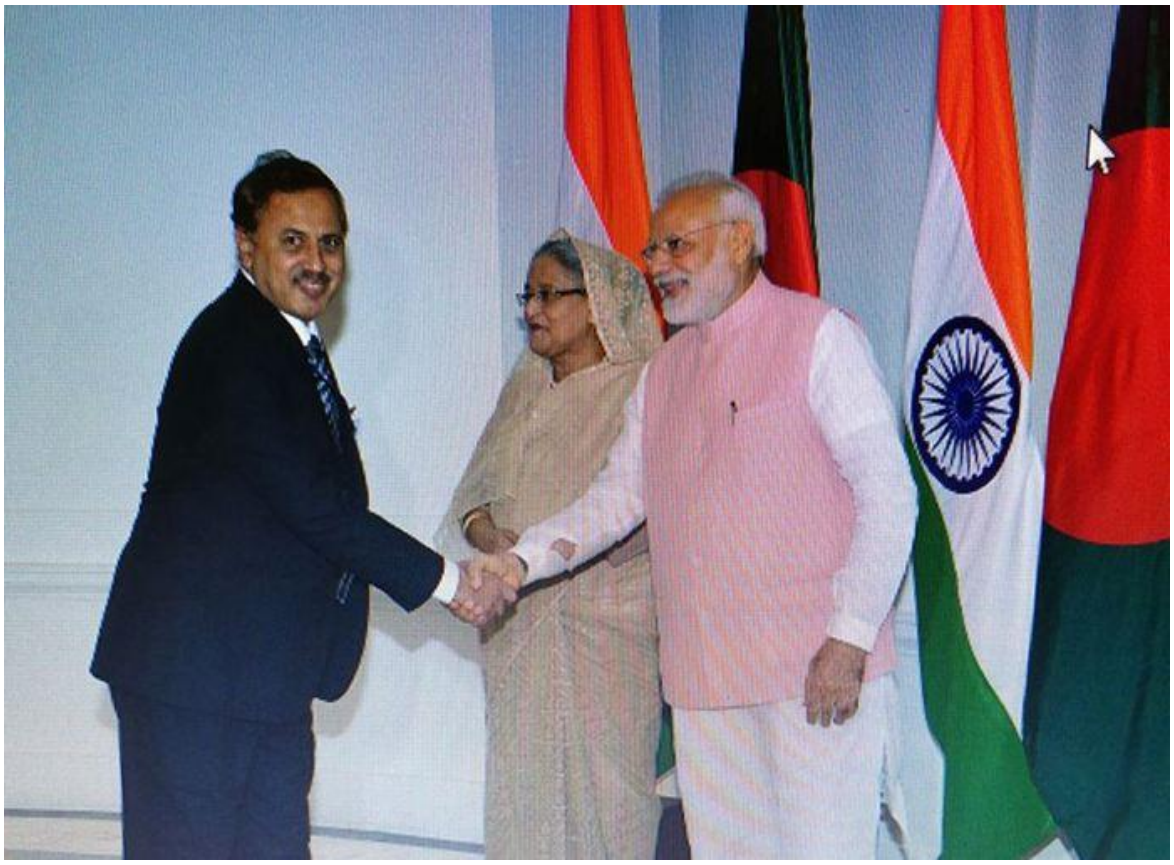

২.১.৫ আখাউড়া-আগরতলা রেলপথ নির্মাণ

বাংলাদেশের আখাউড়া হতে ভারতের আগরতলা পর্যন্ত সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সমঝোতা স্মারকের আলোকে ভারত অনুদান সহায়তা ও কারিগরী সহায়তার মাধ্যমে আলোচ্য রেলপথটি নির্মাণ করবে। এক্ষেত্রে ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে অনুদান হিসাবে ৫৪ মি: মা: ড: প্রদান করবে। এ রেলপথটি স্থাপিত হলে আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে তা ব্যাপক গুরুত্ব বহন করবে। পাশাপাশি এ রেলপথ চট্টগ্রাম বন্দরের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

দু'দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত যৌথ প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি প্রকল্পটির নানাবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের সামগ্রিক বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করছে। শীঘ্রই প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ আরম্ভ হবে মর্মে আশা প্রকাশ করা যাচ্ছে।

২.১.৬ ভারতীয় অনুদানে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদায় বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশীপ বিল্ডিং স্থাপন

দু'দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদায় একটি বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশীপ বিল্ডিং স্থাপনের লক্ষ্যে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুদান হিসেবে ১০,৮৫,৯৩,৫৩১ টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উন্নতমানের ল্যাব ও প্রশিক্ষণের যাবতীয় সুবিধা সম্বলিত এ বিল্ডিংটি স্থাপিত হলে তা সারদা পুলিশ একাডেমি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও কার্যকরী করতে অত্যন্ত সহায়ক হবে। এ অনুদানের অর্থ বাংলাদেশে স্থানান্তরের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ভারত সরকারের সাথে একটি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া অব্যহত রেখেছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের প্রথম পাক্ষিকে অনুদান চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

২.২ চীন

চীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবকাঠামো নির্মাণ, টেলিযোগাযোগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, পরিবহন, রেলওয়ে, কৃষি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ ও অনুদান সহায়তা প্রদান করে আসছে যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আগামী ০৫ বছরে (২০১৬-২০২০) বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে চীনা বিনিয়োগের পরিমান ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। চীন সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পে Chinese Government Concessional Loan, Preferential Buyer's Credit, Interest Free Loan এবং অনুদান দিয়ে থাকে। চীন ও বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে বিনিময় পত্র স্বাক্ষর করে থাকে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীর ওপর চীন সরকার এ পর্যন্ত ৭টি বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ করেছে যা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে চীনের আর্থিক সহায়তায় ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে এবং আরও ৩টি সড়ক সেতু নির্মাণের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এছাড়া চট্টগ্রামে চীনা অর্থনৈতিক ও শিল্প অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য সহায়তা প্রদান করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

২.২.১ চীনা আর্থিক সহায়তার সাধারণ শর্তাবলী:

ঋণের ধরণ	সুদের হার	গ্রেস পিরিয়ড	রিপেমেন্ট পিরিয়ড	মুদ্রা	কমিটমেন্ট ফি	ম্যানেজমেন্ট ফি	অন্যান্য
চীনা সরকারি নমনীয় ঋণ	২%	৫ (পাঁচ) বছর	১৫ (পনের) বছর	রেনমিনবি (আরএমবি) ইউয়ান	০.২৫%	০.২৫%	১) সীমিত দরপত্রের মাধ্যমে চীনা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত হয়ে থাকে। ২) ঋণ চুক্তি কার্যকর হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ম্যানেজমেন্ট ফি পরিশোধ করতে হবে; প্রকল্পের মালামাল, কারিগরি সহায়তা, সেবা অগ্রাধিকার

							হিসেবে চীন থেকে ক্রয় করতে হবে।
প্রেফারেন্সিয়াল বায়ার্স ক্রেডিট	২%	৫ (পাঁচ) বছর	১৫ (পনের) বছর	মার্কিন ডলার	০.২৫%	০.২৫%	- ঐ -

নোটঃ এ সকল শর্তাবলী আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

২.৩ দক্ষিণ কোরিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া

বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী দক্ষিণ কোরিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া সরকারের উন্নয়ন সহায়তা সংক্রান্ত কার্যক্রম এ অধিশাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে।

দক্ষিণ কোরিয়া:

বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী দেশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার আবির্ভাব খুব বেশি দিনের না হলেও বাংলাদেশের প্রাধিকার ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে দক্ষিণ কোরিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দক্ষিণ কোরিয়া সরকার নিম্নবর্ণিত দু'টি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে:

- ❖ Economic Development Cooperation (EDCF): ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান
- ❖ Korean International Cooperation Agency (KOICA): অনুদান প্রদানকারী সংস্থা

বর্তমানে মোট চলমান প্রকল্প সংখ্যা-

- ➢ EDCF – এর ৯টি।
- ➢ KOICA – এর ৮টি।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে EDCF–এর সঙ্গে ০২ টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং এর সহায়তার পরিমান ১৯২.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

- ➢ রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Procurement of 150 nos. Meter Gauge Passenger Coaches" শীর্ষক প্রকল্পটির ঋণ চুক্তি গত ১৯.১০.২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় ১৫০ টি Meter Gauge Passenger Coaches সংগ্রহ করা হবে। ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
- ➢ রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Procurement of 20 nos. Meter Gauge Diesel Electric Locomotives Project" শীর্ষক প্রকল্পটির ঋণ চুক্তি গত ১৯.১০.২০১৬তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় ২০ টি Meter Gauge Diesel Electric Locomotives সংগ্রহ করা হবে। ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

এছাড়া EDCF-এর আরও ৯ টি প্রকল্প পাইপ লাইনে রয়েছে।

EDCF থেকে ২০১২-২০১৪ মেয়াদে বিভিন্ন প্রকল্পের অনুকূলে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গত ৬ জুন, ২০১৩ তারিখে ৩০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা সংবলিত একটি Framework Arrangement স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া, ২০১৫-২০১৭ অর্থ বছরের জন্য ৩৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা সংবলিত একটি Framework Arrangement গত ১৯ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে ২০১৭-২০২০ সময়ের জন্য ৫০০ মি: মা: ডলারের Framework Arrangement স্বাক্ষর প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

- দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান EDCF বাংলাদেশ সরকারকে প্রতিবছর সাধারণতঃ নিম্নবর্ণিত সহজ শর্তে আনুমানিক ১০০-১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নমণীয় ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে।

EDCF-এর ঋণের সহায়তার প্রধান শর্তাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(ক) সুদের হার	:	০.০১% (সরল)
(খ) ঋণ পরিশোধের মেয়াদ	:	৪০ বছর (১৫ বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ)
(গ) সার্ভিস চার্জ	:	০.১%
(ঘ) ওভারডিউ চার্জ (পেনালচার্জ)	:	সুদের অতিরিক্ত ২.০০%
(ঙ) সুদ পরিশোধের কিস্তি	:	৬মাস অন্তর অন্তর
(চ) সেবা ও মালামাল সংগ্রহ	:	কোরীয় কোম্পানীর মধ্যে সীমিত দরপত্রের (Limited Competitive Bidding)মাধ্যমে
(ছ) ঋণ পরিশোধ	:	গ্রেস পিরিয়ডের পরে অর্থ-বার্ষিকী সমান কিস্তিতে
(জ) মুদ্রা	:	মার্কিন ডলারের বিনিময় হারে কোরীয় ওনের মাধ্যমে

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে KOICA–এর নিম্নবর্ণিত ২টি প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং এর অনুদান সহায়তার পরিমান ১১.৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Illicit Drug Eradication and Advanced Management through IT (I DREAM it)" শীর্ষক প্রকল্পটির RD&ToR গত ১২.১১.২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলোমাদক দ্রব্য সম্পর্কিত অপরাধের হার কমানোর মাধ্যমে একটি সুখী ও স্বাস্থ্য সম্মত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় সক্ষমতা বর্ধিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে মাদক দ্রব্যের বিস্তার রোধ করা এবং মাদক দ্রব্যের ব্যবহার প্রতিরোধে গুরুত্বারোপ করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য "Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER)" শীর্ষক প্রকল্পের RD এবং ToR গত ১৫.০৫.২০১৭ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো দুর্ঘটনার সঠিক স্থান, সময় সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি জাতীয় ডিজিটাল ইমারজেন্সি রেসপন্স এবং কন্ট্রোল সেন্টার স্থাপন, দুর্ঘটনার সঠিক স্থান, সময় সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ পূর্বক ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ এবং মাঠ পর্যায়ে দুর্যোগ মোকাবেলা এবং রক্ষণাবেক্ষণে কোরিয়ান অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং উদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

KOICA সাধারণতঃ প্রতি প্রকল্পের অনুকূলে ১-১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা প্রদান করে থাকে এবং প্রতিবছর KOICA –এর সঙ্গে ২-৩ টি প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে থাকে।

কোরিয়ার স্বেচ্ছাসেবা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

কোরিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের ১৬ জুন ১৯৯৩ ও ২২ আগস্ট, ১৯৯৩ তারিখে স্বাক্ষরিত নোট এবং কোরিয়ার World Friend Program (WFP)-এর আওতায় কোরিয়া থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক এবং ডাক্তারগণ বাংলাদেশে আসেন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য (সাধারণতঃ দু'ই বছর) বাংলাদেশে অবস্থান করে সম্পূর্ন স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, পল্লী উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও কোরিয়ান ভাষা শিক্ষার কাজে সেবা প্রদান করে থাকেন। বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় ৪৫ জন কোরিয়ান বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবা প্রদান করছেন। এছাড়া, KOICA প্রতি বছর বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টর থেকে প্রশিক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ জানায় এবং প্রায় শতাধিক কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশর মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

কোরিয়ার Knowledge Sharing Program (KSP):

কোইকার অনুদান এবং ইডিসিএফ-এর নমনীয় ঋণ ছাড়াও কোরিয়ার বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার অভিজ্ঞতা বিনিময়/প্রশিক্ষণ/উন্নয়ন সহায়তা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। উল্লেখ্য যে, KSP–এর আওতায় কোরিয়া সরকার কোন আর্থিক বা কারিগরি সহায়তা প্রদান করে না। তবে, কোরিয়ার বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান যেমন- Korean Center for International Economic Studies (CIES), Korean Development Institute(KDI), Korea Fixed Income Research Institute (KFIRI), Korean Capital Market, SookmyungWomen'sUniversity (SWU), Korea Institute of Advancement of Technology (KIAT) প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে KSP অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক ক্ষেত্রে কোরিয়ার উন্নততরও প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন লব্ধ অভিজ্ঞতা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে কর্মকান্ডের আধুনিকায়ন ও কাজের গতিশীলতা আনয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

বিশ্বের উদীয়মান অর্থনৈতিক দেশগুলোর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া অন্যতম। অর্থনৈতিক চালিকাশক্তির দিক থেকে দক্ষিণ কোরিয়া এগিয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুতগতিতে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। কোরিয়ার উন্নয়ন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করে বাংলাদেশের সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে এশিয়া-২ অধিশাখা নিবিড় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কোরিয়ার সুবিধাভোগী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে পঞ্চদশ স্থান থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশে উন্নীত হয়েছে। বিশেষতঃ কোরিয়ার তথ্য-প্রযুক্তিগত উন্নয়ন অভিজ্ঞতা ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার মত দক্ষিণ কোরিয়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

অস্ট্রেলিয়া:

গত ২০ অক্টোবর, ১৯৯৯ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও অস্ট্রেলিয়া সরকারের মধ্যে উন্নয়ন সহায়তা সংক্রান্ত একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়। এ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া সরকার বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, পানি ও পয়নিষ্কাষন ইত্যাদি খাতে প্রায় ৯০০ (নয় শত) মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার অনুদান সহায়তা প্রদান করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন এনজিও-এর মাধ্যমে প্রায় ১০০ (এক শত) মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার সহায়তা প্রদান করেছে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ান সরকার পিইডিপি-৩ প্রকল্পে ২০১২-২০১৭ সময়ের জন্য ৪৯ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার অনুদান সহায়তা প্রদান করছে। তন্মধ্যে ২০১৫-২০১৭ সময়ের জন্য ১৯.২০৮ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার অনুদান সহায়তা রয়েছে। গত ২৪.০৮.২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলীয় সরকারের মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি সংশোধিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২.৪ জেইসি ও AIIB

২.৪.১ Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) সংশ্লিষ্ট তথ্য:

এশিয়ার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের উদ্যোগে Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত জানুয়ারি ২০১৬ হতে এ ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়। এই ব্যাংকের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রধানতঃ অবকাঠামো এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে এশিয়ার টেকসই উন্নয়ন, সম্পদ সৃষ্টি এবং যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে উৎসাহিত করা এবং দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগের মাধ্যমে কাজ করে আঞ্চলিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়ন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা। বাংলাদেশ AIIB'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য । বাংলাদেশের মোট শেয়ারের পরিমাণ ৬,৬০৫ (প্রতিটি ১.০০ লক্ষ মা. ডলার মূল্যমান) এবং চাঁদার পরিমাণ ৬৬০.৫০ মি. মা. ডলার যার ২০ শতাংশ paid-in হিসাবে বাংলাদেশের প্রদেয় চাঁদার পরিমাণ ১৩২.১০ মি. মা. ডলার (প্রায় ১০৫৬.৮০ কোটি টাকা)। AIIB'র সদস্য হওয়ার ফলে দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে AIIB'র অর্থায়ন গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া ভবিষ্যতে বোর্ড অব গভরনর্স এবং বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স এর সভাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সভায় অংশগ্রহণ করে AIIB'র পলিসি পর্যায়ে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হবে।

বিগত ২৪ জুন ২০১৬ তারিখে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত AIIB'র Board of Directors এর সভায় AIIB'র প্রথম Stand-alone operation হিসেবে বাংলাদেশের Power Distribution System Upgrade and Expansion প্রকল্পের জন্য ১৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ অনুমোদিত হয়।

২.৫ বৃত্তি-৩ শাখা

এফ এন্ড এফ অধিশাখা এশিয়া, জেইসি ও এফ এন্ড এফ উইং এর আওতাভুক্ত। এ অধিশাখায় বিভিন্ন দেশ হতে দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উৎস হতে প্রাপ্ত বৈদেশিক ট্রেনিং, স্কলারশীপ, ফেলোশীপ প্রভৃতি কাজের কান্ট্রি প্রোগ্রাম, নীতিমালা প্রণয়ন ও এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন হয়ে থাকে। উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে প্রয়োজনীয় আলোচনা ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে এতদবিষয়ে বরাদ্দকৃত সুযোগসমূহের বিপরীতে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করা হয়। অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, ফিলিপিন্স প্রভৃতি দেশের যাবতীয় ফেলোশীপ, সেমিনার, ট্রেনিং এ অধিশাখা তথা এর আওতাধীন শাখা হতে প্রক্রিয়াকরন করা হয়।

১। ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ সুইডেন ট্রাস্ট ফান্ড থেকে-৩১৮ জন ছাত্র %ছাত্রীকে এক পথের বিমান ভাড়ার ৭৫-প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশসুইডেন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় ২০১-৬ শিক্ষাবর্ষের ভ্রমণ মঞ্জুরি প্রদানের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে এবং মোট ৬৪৮ টি আবেদনপত্র অনলাইনে জমা হয়েছে এবং গৃহিত আবেদনপত্র যাচাইবাছাইয়ের কাজ চলছে-।

২। Australia Awards Scholarships এর আওতায়-"Certificate IV on Training and Assessment with Mentoring Support") শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে মোট ১৭ -সতের জন কর্মকর্তার (স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের সমন্বয় সংক্রান্ত সকল কার্যাদি বৃত্তি-৩ শাখা হতে সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩। Australia Awards Scholarships 2017-এর আওতায় মোট ২৬ জন সরকারি কর্মকর্তার মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয়েছে। দীঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের সমন্বয় সংক্রান্ত সকল কার্যাদি বৃত্তি ৩ শাখা হতে-সম্পন্ন করা হয়েছে।

২.৬ বৃত্তি-১ শাখা

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিভিন্ন দেশ/সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্ত দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বৈদেশিক সহযোগীতার আওতায় ওয়ার্কশপ/সেমিনার/প্রশিক্ষণ/ মাস্টার্স/ পিএইচ.ডি প্রোগ্রাম বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত অর্জনের তথ্য চিত্র:

দেশ/সংস্থার নাম	প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	প্রশিক্ষণে চূড়ান্ত অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা
ভারত	ITEC (Indian Technical & Economic Cooperation) TCS (Technical Cooperation Scheme)	২১৩ জন স্বল্প মেয়াদী কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন
চীন	Government of China	৯৫৯ জন স্বল্প মেয়াদী কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ১৭ জন কর্মকর্তা এম এস কোর্সে ও পি.এইচ.ডি কোর্সে অধ্যয়নের জন্য চূড়ান্ত মনোনীত হয়েছেন।
কোরিয়া	KOICA (Korea International Cooperation Agency)	১৭৬ জন ০৭ জন কর্মকর্তা এম এস কোর্সে অধ্যয়নের জন্য চূড়ান্ত মনোনীত হয়েছেন।
থাইল্যান্ড	TICA (Thailand International Cooperation Agency)	১৩ জন স্বল্প মেয়াদী কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেণ
সুইডেন	SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency)	সিডা এর কোর্সগুলো উন্মুক্ত। সুযোগ সংখ্যা উল্লেখ থাকে না

২.৭. সার্ক উন্নয়ন তহবিল:

বাংলাদেশের MSME খাতে স্বল্প মেয়াদ ও ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্থায়নের বিষয়ে সার্ক উন্নয়ন তহবিল আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এলক্ষ্যে MSME খাতে প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে কতিপয় ধারণাপত্র সার্ক উন্নয়ন তহবিল সচিবালয়ে প্রেরণ করা হলে তাতে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে। বর্তমানে এসকল ধারণাপত্রের বিপরীতে বিস্তারিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের কাজ চলছে। সার্ক উন্নয়ন তহবিলের আগামী বোর্ড সভায় বাংলাদেশের কিছু প্রকল্প অনুমোদিত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। এসকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তা বাংলাদেশের MSME খাতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে।